আজকের কাগজ

তারিখ 25 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

122

শিক্ষানবীশ শরীরচর্চা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে

আমি গিধাউয়া হাসান আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন ভাগ্যাহত শিক্ষানবীশ শরীরচর্চা শিক্ষক। আমি গত ১-১-১৯৮৬ তারিখ থেকে উক্ত স্কুলে শিক্ষানবীশ শরীরচর্চা শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। উল্লেখ্য যে, এই স্কুলটি ১-১-১৯৮৬ তারিখ থেকেই মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে সরকারি মঞ্জুরি লাভ করে। কর্তৃপক্ষের তাগিদে আমি গত দু' সেশনে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্যে চেষ্টা করি। কিন্তু সেখানে শিক্ষনবীশ শিক্ষকদের কোনো কোটা না থাকায় আমি এবং আমার মতো বাংলাদেশের আরো অনেক স্কুলের শিক্ষনবীশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ নেয়া থেকে বঞ্চিত হই। ইতিমধ্যে গত ১৯৯২ সেশন থেকে জেডিপি প্রশিক্ষণের জন্যে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেয়াতে আমি এবং আমার মতো আরো অনেক শিক্ষক প্রশিক্ষণ নেয়া থেকে বঞ্চিত হলাম। কারণ আমাদের সনদপত্র মোতাবেক বয়স ৩০-এর উর্ধ্বে। উল্লেখ্য যে, বিএড প্রশিক্ষণের বেলায় শিক্ষকদের জন্যে নির্দিষ্ট কোটা থাকে এবং বয়সের বাধাধরা কোনো নিয়ম নেই যা জেডেপি প্রশিক্ষণও পূর্বে ছিলো না।

আমি এবং আমার মতো আরো অনেক প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক এই শিক্ষকতার ওপর নির্ভর করে সরকারেরর ব্যয়ভার বহন করে আসছি। বিশেষ সুযোগে ও স্বল্পমেয়াদী কোর্সে আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে আমরা আমাদের শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত হবো।

এ অবস্থায় আমাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক ও পারিবারিক দিকের কথা বিবেচনা করে বিশেষ সুযোগে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিতাই চন্দ্র পাল
শিক্ষানবীশ শরীরচর্চা শিক্ষক
গিধাউয়া হাসান আলী উচ্চ বিদ্যালয়
গিধাউয়া, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।